যুগান্তর

তারিখ ... 4 JUN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৮ ...

একাদশ শ্রেণীতে অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রমে ব্যাপক সাড়া

যুগান্তর রিপোর্ট

একাদশ শ্রেণীতে অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রমে ব্যাপক সাড়া মিলেছে। সারাদেশে এবার এসএসসিতে উত্তীর্ণ হয়েছে ৯ লাখ ৮৬ হাজার ৬৫০ জন। বিপরীত দিকে এইচএসসিতে ভর্তিযোগ্য সারাদেশে কলেজ রয়েছে প্রায় ৩ হাজার। এর মধ্যে মাত্র ৩৮৭টি কলেজে এবার অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রম চলছে। অথচ এসব কলেজে ভর্তির জন্য সোমবার বিকাল ৫টা পর্যন্ত আবেদনই জমা পড়েছে ৬ লাখ ২৯ হাজার। সংশ্লিষ্টরা এ ঘটনাকে বিস্ময়কর উন্নতি বলে মনে করেন। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের আহ্বায়ক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন যুগান্তরকে জানান, মোট উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর বিবেচনায় অর্ধেকেরও বেশি ওটিকয়েক কলেজে ভর্তির জন্য আবেদনের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এটা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। এর থেকে প্রতীয়মান হয়, শিক্ষার্থীদের ভালো কলেজে পড়ার আগ্রহ অনেক বেড়েছে। তিনি বলেন, ভর্তিতে স্বচ্ছতার লক্ষণ আর বিড়ম্বনামুক্ত পরিবেশেই ভালো কলেজে আবেদনের সংখ্যা বাড়িয়েছে। এবার সারাদেশে কেবল এসএসসিতেই সর্বোচ্চ সাফল্য জিপিএ-৫ লাভ করেছে ৬৫ হাজার ২৫২ জন। আর ১০ শিক্ষা বোর্ডে মোট জিপিএ-৫ লাভ করেছে ৮২ হাজার ২১২ জন। এর বাইরে জিপিএ-৪ থেকে ৫ এর নিচে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত, এবার এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় মোট উত্তীর্ণ হয়েছে ১৩ লাখ ১ হাজার ৭৮৮ জন। এর মধ্যে এসএসসির ৯ লাখ ৮৬ হাজার ৬৫০ জন ছাড়াও দাখিল পরীক্ষায় পাস করেছে ২ লাখ ৪১ হাজার ৫৭২ জন এবং কারিগরি বোর্ডে ৭৩ হাজার ৫৬৬ জন। সাধারণত এসএসসি পাসের পর মাদ্রাসা ও কারিগরি স্তরের অনেক শিক্ষার্থী কলেজে ভর্তি হয়। সে হিসেবে নতুন শিক্ষাবর্ষে কলেজে প্রায় ১১ লাখ শিক্ষার্থী একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। এদিকে টেলিটকের একটি সূত্র জানিয়েছে, ৬ জুন আবেদন গ্রহণ শেষ হলে পরের দিনই শিক্ষা বোর্ডের কাছে আবেদনসহ আনুষঙ্গিক কাগজপত্র পাঠিয়ে দেয়া হবে। ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র ফরম ও ভর্তি ব্যবস্থাপনার ব্যয় বাবদ এবার ১২০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। কোন ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে অনুমোদিত ফির অতিরিক্ত কোন অর্থ গ্রহণ করা যাবে না এবং সব ফি রসিদের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে।

ভর্তি প্রক্রিয়া ও অগ্রগতি : দেশব্যাপী ৮ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে একযোগে চলছে একাদশ শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম। সব কলেজ ও ইন্সটিটিউটে ভর্তি প্রক্রিয়া চললেও শিক্ষার্থী ও

আবেদনের শেষ তারিখ ৬ জুন

অভিভাবকদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে অনলাইন বা টেলিটকে এসএমএস পাঠিয়ে আবেদন কার্যক্রম। ১২ মে মধ্যরাতে টেলিটকে এসএমএস পাঠিয়ে ভর্তির আবেদন শুরু হয়। ৬ জুন রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত আবেদন/এসএমএস করা যাবে। আবেদনের ফল প্রকাশ হবে ১৭ জুন।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন অনলাইন আবেদনে শিক্ষার্থীদের ব্যাপক অংশগ্রহণে দারুণ উচ্ছ্বসিত। তিনি বলেন, আবেদনকারীদের বেশির ভাগই ঢাকা বোর্ডের আবেদনকারী। মোট ১৫৩টি কলেজে রোববার বিকাল ৫টা পর্যন্ত আবেদন করেছে ৩ লাখ ৯১ হাজার ৬৫ জন। তিনি সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, অনলাইন আর টেলিটকে আবেদন নেয়ার কারণে ঝামেলা একদম কমে গেছে কলেজগুলোর। এ কথা কলেজগুলোর অধ্যক্ষরাও স্বীকার করেছেন। ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ মঞ্জুয়ারা বেগম বলেন, তাদের ঝামেলা একদম কমে গেছে। ঢাকা বোর্ড আবেদনের ভিত্তিতে একটি তালিকা দেবে। তারা সেই অনুপাতে ভর্তি করবেন। একই কথা বলেছেন, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ শাহানআরা বেগম।

নীতিমালা : প্রসঙ্গত, ভর্তি নীতিমালা, অনলাইনের ভর্তির জন্য নির্বাচিত কলেজের তালিকাসহ এ সংক্রান্ত সব তথ্য ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া অন্য শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে সংশ্লিষ্ট বোর্ডের অনলাইনের জন্য নির্বাচিত কলেজের তালিকাও পাওয়া যাচ্ছে। একাদশ শ্রেণীতে ৬০০ জনের বেশি ছাত্রছাত্রী ভর্তি করানোর অনুমতি আছে এমন কলেজসমূহে এবার অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করা বাধ্যতামূলক। তবে ৩০০ জনের অধিক আসন থাকা কলেজ কর্তৃপক্ষও অনলাইনে ভর্তি করতে পারবে বলে মন্ত্রণালয় নিয়ম করেছে। এবারের নীতিমালায় বলা হয়েছে, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর বিভাগীয় শহরের কলেজসমূহের ভর্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কলেজের ৯০ ভাগ আসন সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। বাকি ১০ ভাগের মধ্যে ৩ ভাগ বিভাগীয় শহরের বাইরের শিক্ষার্থীদের, ৫ ভাগ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান বা সন্তানের সন্তান বা নাতির জন্য এবং ২ ভাগ শিক্ষা প্রশাসন ও নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী বা গভর্নিং বডির সদস্যের সন্তানের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

পুনর্নিরীক্ষণ : বর্তমানে বিভিন্ন বোর্ডে চলছে এসএসসি উত্তীর্ণদের খাতা পুনর্নিরীক্ষণ কার্যক্রম। সব বোর্ডেই এবার পুনর্নিরীক্ষণে গত বছরের তুলনায় বেশি আবেদন জমা পড়েছে জানা গেছে, কেবল ঢাকা বোর্ডেই ৩৫ হাজার আবেদন জমা পড়েছে বলে জানিয়েছেন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক ফাহিম ওয়াহিদুজ্জামান।